সমকাল

তারিখ 16 FEB 2018
পৃষ্ঠা ১ কলাম

রসায়নের প্রশ্নও ফাঁস আওয়ামী লীগ নেতাসহ আটক ১৭ জন

■ সমকাল ডেস্ক

এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস চলছেই। গতকাল বৃহস্পতিবারও ফাঁস হয়েছে এসএসসির রসায়ন বিষয়ের নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার প্রশ্ন। পরীক্ষা শুরুর আগে সকাল ৯টা ৫ মিনিটে 'খ' সেট প্রশ্নপত্রটি হোয়াটসঅ্যাপের একটি গ্রুপে পাওয়া যায়। এদিকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে বিভিন্ন স্থান থেকে গতকাল আওয়ামী লীগ নেতাসহ ১৭ জনকে আটক করা হয়েছে। কুমিল্লার মুরাদনগরে নকলে সহায়তার অভিযোগে দুই মাদ্রাসাশিক্ষককে দুই বছর করে কারাদণ্ড ও এক নারীকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

নাটোরের লালপুরে রসায়ন প্রথম পত্রের প্রশ্ন ফাঁসে জড়িত থাকার অভিযোগে আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের দুই নেতা, এক শিক্ষক ও ১০ শিক্ষার্থীকে আটক করে র‍্যাব। বরিশালের হিজলা উপজেলায় আটক করা হয়েছে দুই মাদ্রাসাশিক্ষকসহ তিনজনকে। কুড়িগ্রামের উলিপুরে আটক হয়েছে রংপুর কারমাইকেল কলেজের মাস্টার্সের এক ছাত্র। এ ছাড়া কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলায় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের সেট পরিবর্তন করে জালিয়াতির অভিযোগে ১৮ পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার এবং এতে তাদের সহযোগিতা করায় ৯ শিক্ষককে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। একই অভিযোগে বহিষ্কার হয়েছে পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলায় পাঁচ পরীক্ষার্থী ও নকলের অভিযোগে ইন্দুরকানী উপজেলায় একজন। এদিকে চট্টগ্রামে প্রশ্নপত্র ফাঁসের মামলার আসামি শিক্ষিকা কহিনুর আক্তারকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। গতকাল রাতে জয়পুরহাট শহরের বিভিন্ন স্থানে সড়কে পাওয়া গেছে এসএসসির ইংরেজি প্রথম পত্রের বেশকিছু উত্তরপত্র। পথচারীরা ২৫টি উত্তরপত্র কুড়িয়ে সদর থানায় জমা দেন। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

নাটোর ও লালপুর : গোপন খবরে সকালে লালপুর উপজেলার কদিমচিলান ইউনিয়নের চাঁদপুর-১ হাইস্কুল কেন্দ্রের আশপাশ থেকে ১৩ জনকে আটক করেন র‍্যাব সদস্যরা। আটকরা হলো- কদিমচিলান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি হাসান আলী, একই ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা ও তার স্ত্রী স্কুলশিক্ষিকা জান্নাতুল ফেরদৌস রুনা, কলসনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী তাহমিনা খাতুন, আছিয়া খাতুন, জান্নাতুল ফেরদৌস, নূরে জান্নাত, সুমি খাতুন, রত্না খাতুন, নাসরিন জাহান নিপা ও নিশান কাজী নিবিড় এবং হাজিরহাট হাই স্কুলের পরীক্ষার্থী মাসুমা খাতুন ও সৈকত সরকার। র‍্যাব-৫ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার মেজর শিবলী মোস্তফা জানান, পরীক্ষা শুরুর আগে আটক ১০ শিক্ষার্থীর কাছে ■ পৃষ্ঠা ৬ : কলাম ১

রসায়নের প্রশ্নও ফাঁস

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

থাকা মোবাইল ফোনে ইমো, ফেসবুক ও মেসেঞ্জারে রসায়ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পাওয়া যায়। বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে (ইউএনও) জানানো হলে তিনি ঘটনাস্থলে এসে পরীক্ষার মূল প্রশ্নপত্রের সঙ্গে মোবাইল ফোনে পাওয়া প্রশ্নের মিল পান। পরে আটক করা হয় আওয়ামী লীগ নেতাসহ অন্য তিনজনকে।

বরিশাল : হিজলা উপজেলায় আফসার উদ্দিন সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসা কেন্দ্রে দাখিল পরীক্ষার ইংরেজি প্রথম পত্রের প্রশ্নপত্রের ছবি মোবাইল ফোনে ধারণ করে বাইরে পাঠানোর সময় দুই মাদ্রাসাশিক্ষকসহ তিনজনকে আটক করা হয়। ইউএনও আবু জাফর রাশেদ তাদের আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেন। আটকরা হলেন আফসার উদ্দিন সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসার শিক্ষক সাইদুর রহমান, একই কেন্দ্রের এমএলএসএস কবির হাওলাদার ও কাউরিয়া দাখিল মাদ্রসার শিক্ষক শাজাহান সরদার।

হিজলা থানার ওসি মাকসুদুর রহমান বলেন, এ ঘটনায় কেন্দ্র সচিব অধ্যক্ষ হারুন-অর রশিদ মামলা করেছেন।

উলিপুর (কুড়িগ্রাম) : উপজেলার এম এস স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রের বাইরে রসায়ন ও পৌরনীতি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র মোবাইল ফোনে ফাঁস করার সময় বিনয় চন্দ্র নামে একজনকে আটক করেন ইউএনও মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম। পরে তাকে পুলিশে সোপর্দ করা হয়। আটক বিনয় উপজেলার ওনাইগাছ নাগদাহ গ্রামের নির্মল চন্দ্রের ছেলে ও রংপুর কারমাইকেল কলেজের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী।

মুরাদনগর (কুমিল্লা) : উপজেলার বাসরা বাজার থানার সোনাকান্দ কামিল মাদ্রাসার দাখিল পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের নকল সরবরাহ করার সময় দুই শিক্ষককে আটক করেন ইউএনও ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মিতু মরিয়ম। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে তাদের দুই বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। সাজাপ্রাপ্তরা হলেন- পীরকাশিমপুর দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষক আবুল হোসেন ও হায়দারাবাদ মাসুদ বিল্লাহ দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষক মনিরুল ইসলাম। অন্যদিকে পীরকাশিমপুর হাই স্কুলে এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করে ছেলেকে নকল সরবরাহ করার সময় সুরাইয়া আক্তার নামে এক নারীকে আটক করা হয়। পরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. রায়হান মেহবুব ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে ওই নারীকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

চট্টগ্রাম : প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় চট্টগ্রামের কোতোয়ালি থানার মামলার আসামি শিক্ষিকা কহিনুর আক্তারকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। গতকাল চট্টগ্রাম মহানগর হাকিম মাসুদ পারভেজের আদালত শুনানি শেষে এ আদেশ দেন। মঙ্গলবার পদার্থবিজ্ঞান পরীক্ষা শুরুর আগে নগরীর বাওয়া স্কুলের সামনে থাকা একটি বাস থেকে ওই শিক্ষিকা ও ৯ পরীক্ষার্থীকে আটক করেন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট। তাদের মোবাইল ফোনে ফাঁস হওয়া প্রশ্ন পাওয়া যায়।

কুষ্টিয়া : মিরপুর উপজেলার মিরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের ১৮ পরীক্ষার্থীকে এক বছরের জন্য বহিষ্কার ও ৯ শিক্ষককে পরীক্ষা-সংক্রান্ত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন ইউএনও এসএম জামাল আহমেদ। তিনি জানান, ওই পরীক্ষার্থীরা রসায়ন নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের যে সেট পেয়েছে তা খাতায় পূরণ না করে অন্য সেট পূরণ করে। অব্যাহতি পাওয়া শিক্ষকদের মধ্যে উপজেলার ছাতিয়ান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দু'জন, কুড়িপুল আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দু'জন, বলিদাপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দু'জন, বরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একজন ও ফুলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দু'জন রয়েছেন। বহিষ্কার শিক্ষার্থীরা উপজেলার বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের।

নাজিরপুর ও ইন্দুরকানী (পিরোজপুর) : প্রশ্নপত্রের সেটের বদলে উত্তরপত্রে অন্য সেট পূরণ করায় নাজিরপুর উপজেলা সদরের সিরাজুল হক সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে পাঁচ পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করেন ইউএনও ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ঝুমুর বালা। বহিষ্কৃতরা হলো- দীঘিরজান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এমরান শেখ ও সাগর, শ্রীরামকাঠী ইউজেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মিরন শেখ ও মিরন খান এবং দক্ষিণ গাবতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অমিত মণ্ডল।

এদিকে ইন্দুরকানী কলেজ দাখিল পরীক্ষা কেন্দ্রে ইংরেজি প্রথম পত্রের পরীক্ষায় নকল করার অভিযোগে মো. সোলায়মান নামে এক শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়। সে পশ্চিম চরণী পন্তাশী রহিম উদ্দিন স্মৃতি দাখিল মাদ্রাসার ছাত্র।